তারিখ ২২ FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম ২

আমাদের সময়

### ছাত্রলীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১০

# অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না

ছাত্রলীগের সহিংসতার ছবি পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে।
একাধিক ঘটনায় খোদ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুঁশিয়ারি
উচ্চারণ করেছেন। লাভ হচ্ছে না। প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর সবাই আশা
করে ছাত্রলীগ এখন থেকে অন্তত সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে চলবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুরনো পথেই
পা বাড়াচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এ ছাত্র সংগঠনটি। ছাত্ররাজনীতির সোনালি সময় এখন নেই সত্য,
কিন্তু ছাত্রলীগের মতো একটি সংগঠন কেন নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়?

গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশ, খাবার নিয়ে ডাইনিংরুমে বেরোবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক
রাসেলের সঙ্গে শুভ নামে ছাত্রলীগের আরেক নেতার কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে দুজনের
মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ক্যাম্পাসে জানাজানি হলে ছাত্রলীগের সভাপতি ও
সম্পাদক গ্রুপের হয়ে নেতাকর্মীরা লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র হাতে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া শুরু
করে। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ চলে। পুলিশ ২০ রাউন্ড টিয়ারশেল
নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুখতার
এলাহি হলে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই তুচ্ছ ঘটনা গড়াচ্ছে সহিংসতায়। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছে ছাত্রলীগের
নেতাকর্মীরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে
নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিচ্ছে। সরকার সমর্থক একটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের অস্ত্রবাজি
জনমনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অর্জন অনেক; কিন্তু ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড সেসব অর্জন ম্লান করে
দিচ্ছে। প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে– এমন অভিযোগ অনেক সাধারণ মানুষের। তাই
প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তো বটেই, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থেও
ছাত্রলীগকে যে কোনো মূল্যে বাগে আনার কাজটি ক্ষমতাসীন দলকে করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র নয়, কলম দেখতে চায় দেশের আপামর জনগণ।